সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব : হারবার্ট সাইমন

Decision Making Theory : Herbert Himon

Government General Degree College, Chapra

Department of Political Science

Krishna Gopal Mohanto (Assistant Professor)

B.A, Political Science (Hons)

POL-H-CC-T8 : Unit-3

Public Administration (Theory & Concept)

আলোচ্য বিষয়

জনপ্রশাসনের তত্ত্বের বিকাশে হারবার্ট সাইমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাইমনের প্রশাসনিক তত্ত্ব কে আচরণ বিকল্প মডেল (Behaviour Alternative Model) বা প্রতিরূপ বলে গণ্য করা হয়। তাঁর মতে প্রশাসনিক তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত কি ভাবে একটি সংগঠনকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করা যায়। প্রশাসন জনসমক্ষে মূর্ত হয়ে ওঠে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনে সাইমন আচরণের বিকল্প প্রক্রিয়া অবতরণ করেন। একটি সুনির্দিষ্ট উৎপাদনের উপাদান যে প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন দিতে পারে সেটাই সর্বাধিক দক্ষতার পরিচয়। সংগঠনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হলে যুক্তিসিদ্ধ আচরণ বিকল্প মডেল যথেষ্ট কার্যকরী হতে পারে।

সাইমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেল

সাইমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেলটি ' আচরণের বিকল্প মডেল' নামে পরিচিত। প্রচলিত সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থা কে যেভাবে গতানুগতিক অবস্থা বা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাকে সমালোচনা করে সাইমন বলেছেন যে, বিকল্প কর্ম পরিকল্পনা উপেক্ষা করলে উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার মধ্যে বিস্তর ফারাক তৈরি হয় ও ভুল সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাঁর মতে প্রতিমুহূর্তে সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সচেতন অথবা অসচেতনভাবে বহু বিকল্প কর্মপন্থার কথা চিন্তা করেন।

যুক্তিসিদ্ধ ও ভালো প্রশাসন তাকেই বলা হবে যে প্রশাসন একই বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে সর্বাধিক সাফল্যের প্রতিশ্রুতি বহনকারী বিকল্পটি কে নির্বাচন করে নেবে। অথবা যে বিকল্প গ্রহণ করলে সবচেয়ে কম খরচ হবে তাকেই বেছে নেবে। সাইমন তাঁর "Administrative Behaviour : A study of Decision Making Proceses in Administrative Organisation" (১৯৪৭) গ্রন্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কে প্রশাসনের হৃদয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে বিকল্প কর্মপরিকল্পনা কে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। মানুষের পছন্দের পশ্চাতে অবস্থিত যুক্তি ও মনস্তত্ত্ব প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কে প্রভাবিত করে। সাইমন মনে করেন যে, সিদ্ধান্ত তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে- প্রথমত- শাসক সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ও সার্বিক পরিবেশ ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। দ্বিতীয়ত, শাসক প্রচলিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং বিকল্প কর্ম প্রক্রিয়া গুলো বিবেচনা করতে শুরু করেন। তৃতীয়ত, সমস্ত যৌক্তিক চিন্তাকে ব্যবহার করে একটি সর্বোত্তম বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে-

১) অর্থনৈতিক মানুষ,

২) প্রশাসনিক মানুষ,

৩) সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পর্যায়

- বিকল্প কর্মপন্থার তালিকা প্রস্তুত,
- প্রতিটি কর্মপন্থার পরিণাম বিশ্লেষণ,
- সম্ভাব্য পরিমাণ গুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

Decision Making by H.Simon

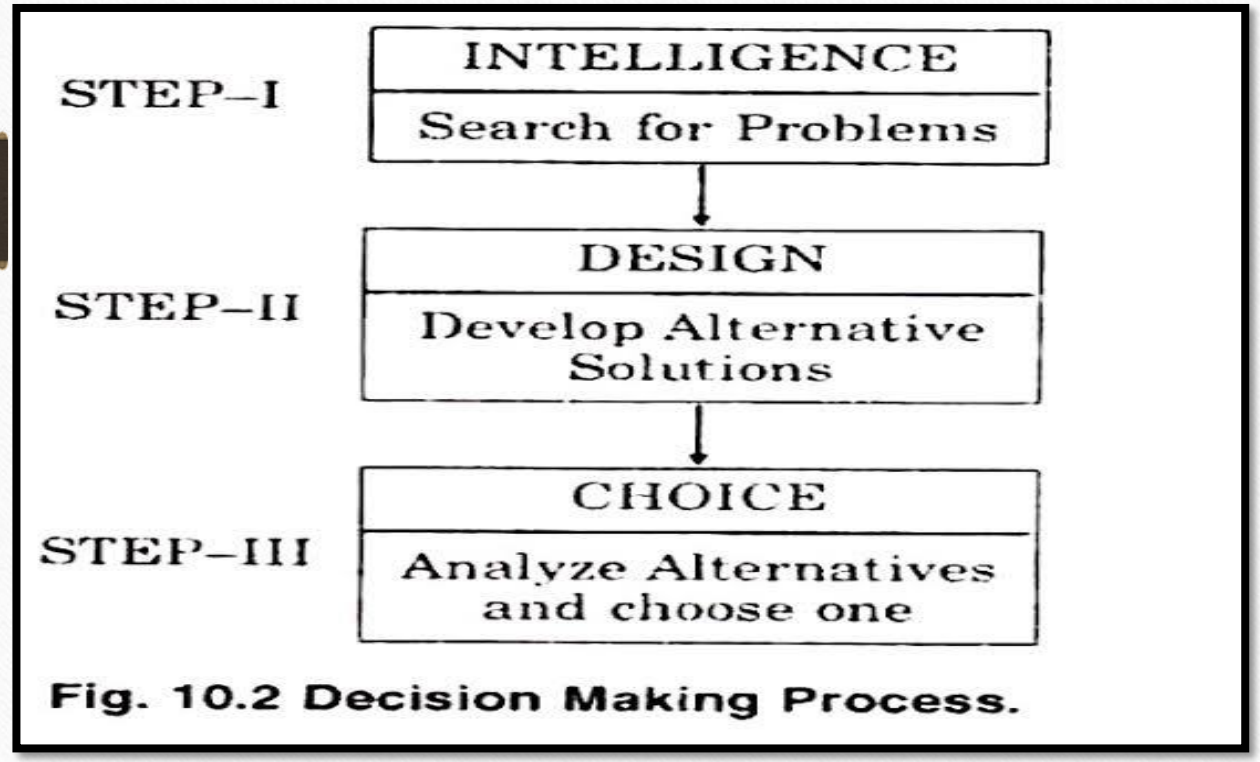

Fig. 10.2 Decision Making Process.

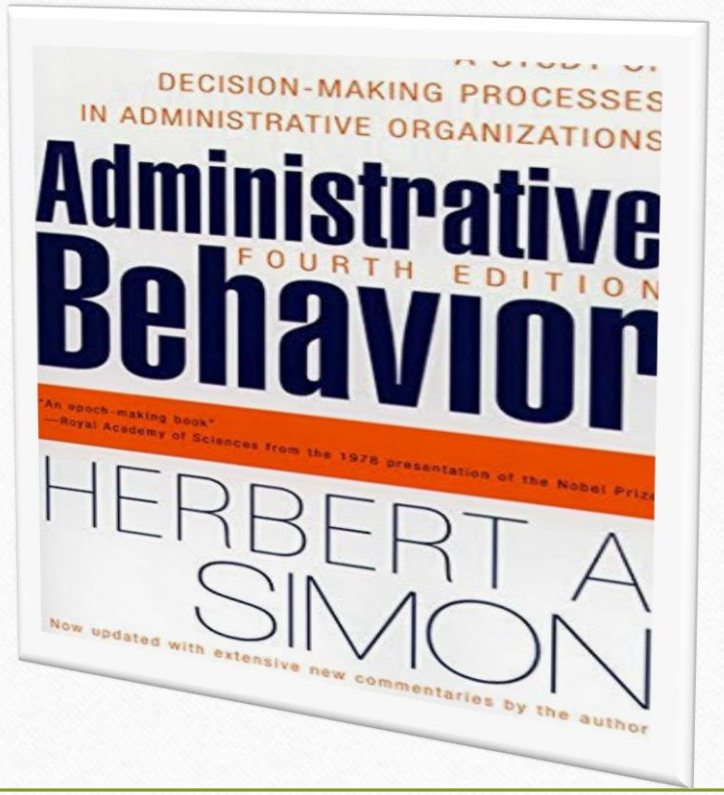

সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

A. প্রশাসকের উদ্দেশ্য হবে সব থেকে বেশি পরিমাণ কর্ম দক্ষতা অর্জন করা।

B. প্রশাসকের সামনে একাধিক বিকল্প থাকবে।

C. এই বিকল্প গুলির মধ্যে থেকে তিনি একটি নির্বাচন করে নেবেন।

D. নির্বাচনকালে সর্বাধিক সাফল্যের প্রতিশ্রুতি বহনকারী বিকল্প পদ্ধতিকে কে গ্রহণ করবেন।

E. একে কর্মদক্ষতা নীতি না বলে সঠিক প্রশাসনিক আচরণের সংজ্ঞা বলা উচিত।

F. প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশের মধ্যে ভারসাম্য থাকে।

(১) **কর্তৃত্ব :** কর্তৃত্ব হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সেই ক্ষমতা, যা কালক্রমে অন্যান্যদের কাজের নির্দেশিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনে উর্দ্ধতন ও অধস্তনদের মধ্যে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কর্তৃত্বকে ব্যাখ্যা করা যায়।

(২) **যোগাযোগ :** সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠান বহির্ভূত যোগাযোগ নিয়ে সামগ্রিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

(৩) **প্রশিক্ষণ :** ব্যক্তিরা যাতে প্রতিনিয়ত কর্তৃত্ব ও নির্দেশ ছাড়াই যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রয়োজন। যা শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাকুরীকালীন শিক্ষা উভয়কে নিয়ে সংগঠিত হয়।

(৪) **দক্ষতার মাপকাঠি :** একই ব্যয় সম্পন্ন দুটি বিকল্পের মধ্যে যেটি সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে অধিকতর কার্যকরী হবে, সেটিকে বেছে নেওয়া দরকার এবং যদি দু'টি বিকল্পই একইভাবে সংগঠনের লক্ষ্য পূরণ করে, তাহলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে যেটি প্রয়োগযোগ্য সেটিকেই বেছে নেওয়া উচিৎ।

(৫) **সাংগঠনিক পরিচয় ও আনুগত্য :** একটি সংগঠনে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তি থাকে, যারা নিজেদের একটি গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে মনে করে বিকল্পগুলোর মূল্যায়ন করে এবং এই মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমগ্র গোষ্ঠীর ওপর নির্বাচিত বিকল্পের সম্ভাব্য পরিণাম বিবেচনা করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্বের গুরুত্ব

১) প্রশাসনের প্রচলিত তত্ত্বের সংশোধনী বা সংস্কারের প্রশ্নে সাইমনের এই সিদ্ধান্ত তত্ত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ২) শাসকের বুদ্ধি, বিচার শক্তি ও গুণাবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ৩) সাইমন প্রশাসক কর্তৃপক্ষকে একজন অর্থনীতিবিদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন আর্থিক ধ্যান-ধারণা ও নীতির সঙ্গে পরিচিত হলে একজন শাসক কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ৪) সাইমন প্রশাসনিক নীতি ও মূল্যবোধের দন্ডটিকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। কি ভাবে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে সাইমন বলেন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় স্তরে গৃহীত হলে তা বাস্তবায়ন সম্ভব।

৫) পিটার সেলফ(Piter Self) মনে করেন- 1)এই তত্ত্ব বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণাকে প্রসারিত করে।

2)প্রশাসনিক কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভের সাইমনের বিশেষ সহায়ক।

3)সাইমনের মডেল জনপ্রশাসনের সমাজতাত্ত্বিক, বিশ্লেষণও বটে।

4)এখানে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের আচার-আচরণ ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করে সাইমন জনপ্রশাসনের আচরণবাদী তত্ত্বের বিকাশে সহায়তা করেন।

- সমালোচনা

Thanking You

See You visit again in my class